JAN. 04 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও নেই

বেসরকারি কলেজগুলোর এক একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে

শামীমা বিনতে রহমান : সাইনবোর্ডে 'সরকার অনুমোদিত' লেখা থাকলেও দেশের অধিকাংশ বেসরকারি কলেজেই সরকার প্রবর্তিত কোনো নিয়মনীতিই মান্য হচ্ছে না। শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না হলেও' এগুলোর এক একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর এসব ব্যাপারে সরকারি কোনো নজরদারিই নেই।

ঢাকা এবং আশপাশের প্রায় ২০টি বেসরকারি কলেজ সরজমিন ঘুরে এই তথ্য জানা গেছে। ঢাকা শহরে অনেক ক্ষেত্রে প্রায় লাগালাগি দূরত্বে ৪-৫ তলা আবাসিক বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এসব কলেজে পর্যাপ্ত ক্লাস রুম, আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার, কমন রুম, গেমস রুম কিছুই নেই। নেই প্রয়োজনসংখ্যক সার্বক্ষণিক শিক্ষক-শিক্ষিকাও। কিন্তু ছাত্র ভর্তি এবং পুনঃভর্তির সময় উন্নয়ন ফি, রোভার স্কাউটস, ক্রীড়া কার্যক্রম, সেমিনার, জার্নাল ইত্যাদি খাত দেখিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে ফি বছর হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা ভবন এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, আশির দশকে বেসরকারি কলেজগুলোর জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলেও নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার মান যাচাই সম্পর্কিত নিরীক্ষা (অডিট) এবং সরকারি বরাদ্দ অর্থের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কিত নিরীক্ষা কার্যক্রম বহু বছর ধরে স্থবির। কখনো কখনো চললেও সেটা একেবারেই 'নামমাত্র'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি এবং পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় কোন খাতকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং সেসব খাত থেকে কি পরিমাণ অর্থ নেওয়া হবে—এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নীতি সরকারি নীতিমালায় না থাকায় বেসরকারি কলেজগুলোর পক্ষে দুর্নীতি-জালিয়াতি করা অনেক বেশি সহজ হয়ে পড়েছে।

সরজমিন দেখা গেছে, ঢাকার ঝিলগাঁও, মগবাজার, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, কল্যাণপুরসহ প্রায় সব অঞ্চলেই চিপা গলির ভেতরে, কাঁচাবাজারের গা ঘেঁষে জুতার দোকানের গলিতে শহর রক্ষা বাঁধের জলাবদ্ধ পরিবেশে ২, ৩, ৪, ৫, তলা ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়া করে যেনতেন প্রকারে গড়ে উঠেছে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এসব বেসরকারি কলেজ। কলেজগুলোর কোনোটিতেই খেলার জন্য নেই এতোটুকু জায়গা। ঢাকা স্টেট কলেজ, ঢাকা মডেল কলেজ, ইম্পেরিয়াল কলেজ, আল-হেরা কলেজ, স্ট্যামফোর্ড কলেজ, ঢাকা কেমব্রিজ কলেজ, হাজী মকবুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ, ঢাকা বয়েজ কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ, কল্যাণপুর গার্লস কলেজসহ ঢাকার অধিকাংশ বেসরকারি কলেজই এরকম সাইনবোর্ডসম্পন্ন। ঢাকার বাইরে সাভারের মির্জা গোলাম হাফিজ কলেজ, সাভার কলেজ, দোহারের দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ—এসব কলেজে স্থানাভাব নেই বটে তবে ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, শিক্ষা সংকট তীব্র।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা মাসিক ভাড়ায় এসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ভবনে গড়ে ১০ থেকে ২০টি রুম—যার অধিকাংশই আয়তনে এতো ক্ষুদ্র যে, ক্লাস নেওয়ার উপযুক্ত নয়, আলো-বাতাসহীন গুমোট পরিবেশের শ্রেণী কক্ষগুলোতে যথাযথ শিক্ষা উপকরণ এবং ভেন্টিলেশনের অভাব রয়েছে। এমনও দেখা গেছে, দুই তলা বিশিষ্ট কলেজে এক শিফটেই পড়ানো হচ্ছে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের। সায়েন্স ল্যাবরেটরির ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ, মিরপুরের রাজধানী মহিলা কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, শ্যামলীর আল-হেরা কলেজ, ধানমন্ডির ঢাকা বয়েজ কলেজ, যাত্রাবাড়ীর শহীদ জিয়া কলেজ, উত্তরায় ঢাকা উইমেন্স কলেজের কোনোটিতেই নেই গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি কক্ষ, কম্পিউটারের পর্যাপ্ত সুবিধা। এই সমস্ত অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই এসব কলেজ প্রতি বছর শিক্ষার্থী ভর্তির সময় কর্তৃপক্ষ উন্নয়ন ফি নামে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত ফি হিসেবে নিচ্ছে। এ ধরনের কলেজে সব মিলিয়ে ভর্তি/পুনঃভর্তি ফি দাঁড়ায় ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা।

সরকারি নিয়মনীতি না মানা, শিক্ষার পরিবেশ, মান এবং অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ প্রসঙ্গে কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে অধিকাংশ অধ্যক্ষই 'ধীরে ধীরে মান্য হবে' বলে জানান। একজন অধ্যক্ষ জানান, 'সব সময় নিয়মকানুন ঠিক রাখা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানা চাপের কারণে নিয়ম শিথিল করতে হয়'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত নিয়মনীতিতে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি কলেজের ৮ মাইল এলাকার মধ্যে কোনো কলেজ খোলা যাবে না। কলেজের নিজস্ব স্থান ও ভবন, পর্যাপ্ত ক্লাস রুম এবং একাদশ শ্রেণীতে অন্যূন ১৪০ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। কলেজের জন্য একজন অধ্যক্ষ এবং ইংরেজি ও বাংলা ন্যূনতম দুজন করে শিক্ষক থাকতে হবে। বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক ল্যাবরেটরি ও পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম থাকতে হবে। তাছাড়া গ্রন্থাগার ও স্যানিটারি সুবিধা থাকতে হবে।

অধিকাংশ বেসরকারি কলেজেই সরকারি এই নিয়মগুলো মান্য হচ্ছে না এবং না মানার বিষয়টিও কেউ তদারক করে দেখছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা জানান, বিভাগের অপর্যাপ্ত জনশক্তি ও সুযোগ-সুবিধা সুষ্ঠুভাবে সরকারি তদারকি না হওয়ার অন্যতম কারণ। তিনি জানান, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ সুষ্ঠুভাবে কাজ করলেও দেশের মাত্র ১ হাজার ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করা সম্ভব—যা সরকারি অনুদানভুক্ত মোট কলেজের মাত্র ৩০ শতাংশ।